চলো যাই

চলো যাই -- পথ চলতে চলতে এগিয়ে যাওয়া। পথের মাঝারে জীবনকে খুঁজে পাওয়া। সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সংগ্রামী মানুষদের -- যাঁরা জীবনকে বলিদান দিয়ে -- এই বাংলাকে মুক্ত, স্বাধীন বাংলায় পরিণত করার আহ্বান জানিয়ে -- যাঁরা জীবনের সবটুকু দিয়েও -- বাংলার স্বাধীন সত্তাটুকু ফিরে পেতে চেয়েছেন, তাঁদের জন্য এই ছোট্ট ছোট্ট ঘটনাকে লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজন। সময়ের অভাবে লেখার থেকেও তথ্য এখানে বেশি। ৩৫ বছরের বামফ্রন্ট জমানার রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে 'সন্ত্রাস নয়, শান্তি চাই' বলতে গিয়ে যাঁরা হারিয়ে গেছেন, তাঁদের জীবন বলিদান 'রক্ত নয়, শান্তি চাই' -- একথা লিখতে এই লেখনীকে উদ্বুদ্ধ করেছে।

দীর্ঘ দিন ধরে লক্ষ্য করেছি, বামফ্রন্ট সরকারের কুৎসা এবং অপপ্রচারের জবাবে কিছু বাস্তব তথ্য মানুষের কাছে তুলে ধরা দরকার। তাই তৈরি করা সাজানো ঘটনা নয়, মাত্র দেড় বছরের কিছু সন্ত্রাসের বাস্তব সত্য কিছু ঘটনা তথ্য সহ লিপিবদ্ধ করলাম -- যা আগামী দিনে আমাদের অনেকেরই ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ও সারা পৃথিবীর মানুষের কাজে লাগবে। একনাগাড়ে ৩৫ বছর ক্ষমতায় থাকার ফলে একদিকে ক্ষমতা থেকে চলে যাবার ভয়; অন্যদিকে এটা যেন কিছুতেই বামফ্রন্টের সরকারি ও শাসকদলের বন্ধুরা মেনে নিতে পারছেন না যে এই ক্ষমতা আর থাকবে না। তাই সন্ত্রাসকে তাঁরা বেছে নিয়েছেন ক্ষমতায় থাকার জন্য।

আমি মনে করি, দলতন্ত্র নয় -- সন্ত্রাসতন্ত্র নয় -- বুলেটতন্ত্র নয় -- হার্মাদতন্ত্র নয় -- গণতন্ত্র, একমাত্র গণতন্ত্রই মানুষের ভবিষ্যৎ।

তাই গণতন্ত্রের পথে বিশ্বাস রেখে গণতন্ত্রের পথে চলবো বলেই আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে, বাংলায় একনাগাড়ে স্বেচ্ছাচারী শাসনের বিরুদ্ধে, পরিবর্তনের লক্ষ্যে -- সবারে করি আহ্বান-- **"চলো যাই" -- বাংলা-মাকে মুক্তি দেবার পথে। "চলো যাই" -- ইতিহাসের সাক্ষী হই। "চলো যাই"** -- **"চলো যাই"**.....

এই 'চলো যাই' বইটি, যাঁরা পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখেছিলেন, কিন্তু অকালেই যে প্রাণ ঝরে গেছে, আমাদের সেই সকল শহিদ সাথীদের উদ্দেশ্যে -- যাঁরা বেঁচে রইলেন না, কিন্তু যাঁদের স্বপ্ন বেঁচে আছে, তাঁদের সকলকে স্মরণ করে পরিবর্তনকামী মানুষকে উৎসর্গ করলাম।